

ঘানা জাতির ৫০ বছর পূর্তি

কাজী জহিরুল ইসলাম

গেজিবো, আমাদের ছনের ঘর। আসলে ঘর না বলে বোধ হয় বলা উচিত ছনের ছাউনি। সুবিশাল ছাউনি, একসঙ্গে তিন/চার'শ লোকের সমাবেশ ঘটানো যায় এর নিচে। চারপাশ খোলা তবে কোমর সমান উঁচু কারুকার্যখচিত কাঠের রেলিঙ রয়েছে গেজিবোর চতুর্দিক ঘিরে। ফ্লোরে সুদৃশ্য টাইলস বসানো। একটি পরিচ্ছন্ন জলসামুদ্র। আজ ৬ মার্চ, ২০০৭। গেজিবোতে মিলন মেলা বসেছে ঘানিয়দের। আজ ঘানা জাতির পঞ্চাশ বছর পূর্তি হলো। ব্রুটিহীন সুবর্ণ জয়ন্তির আয়োজন।

তখনো ঝকঝকে আকাশ ছিল, সকালের উজ্জ্বল সূর্যের দ্যুতি গলে গলে পড়ছে লেগুনের নীল জলে। তিন ঘানিয় কৃষ্ণ সুন্দরী আর এক যুবা পুরুষ, এবনি কাঠের মতো যার পেশিল বাহু, গেয়ে উঠলো, 'আই প্রোমিজ অন মাই অনার/টু বি ফেইথফুল এন্ড লয়াল/টু ঘানা মাই মাদারল্যান্ড।/আই প্লেজ মাইসেলফ টু দি সার্ভিস অব ঘানা,/ইউথ অল মাই স্ট্রেংথ এন্ড উইথ অল মাই হার্ট।/আই প্রোমিজ টু হোল্ড ইন হাই এস্টিম আওয়ার হেরিটেজ,/ওন ফর আস থু দি ব্লাড এন্ড টয়েল অব আওয়ার ফাদার্স,/এন্ড আই প্লেজ মাইসেলফ ইন অল থিংস/টু আপহোল্ড এন্ড ডিফেন্ড দি গুড নেইম অব ঘানা।/সো হেল্প মি গড।' আর তখনি আকাশ কেঁদে উঠলো। আনন্দাশু বর্ষিত হলো আবিদজানের মাটিতে। এটা কি আয়োজিত ছিল? এই বৃষ্টি? কে একজন বলে উঠলো পেছন থেকে। না, প্রকৃতি আজ ঘানিয়দের সাথে একাত্ম হয়ে এই আনন্দের সলিল ধারায় ধুয়ে নিচ্ছে ওদের সব দুঃখ কষ্ট, হিংসা-দ্বेष। এ কথাই বললেন আইভরি কোস্টে নিয়োজিত ঘানার রাষ্ট্রদূত জনাব আমিহিরা।

ভুট্টার মদ আসানা'র গ্লাস হাতে নিয়ে চিয়াঁস করলাম আমরা, ঘানা দীর্ঘজীবী হোক। পোক পোক করে ঘানিয় বিয়ার মাল্টা'র ছিপি খুলছে। গেজিবোর ঠিক মাঝখানে, একটি বিশাল টেবিলের ওপর সাজানো আছে নানান রকম আন্তঃমহাদেশীয় খাবারের পাশাপাশি বিশুদ্ধ ঘানিয় খাবার, কাকলো আর ইয়াম্বো। পাকা কলা কচলিয়ে তার সাথে স্থানীয় মশলা এবং চিনি মিশিয়ে তেলে ভাজা বড়ার নাম কাকলো। আর ইয়াম্বো হচ্ছে মুণ্ডের মতো আকৃতির এক ধরনের কালো রঙের শেকড়, যার নাম ইয়াম, সাথে স্থানীয় মশলা এবং ঘি মিশিয়ে তৈরী করা রসগোল্লার মতো এক একটি বল। তিন আকারের বল সাজানো আছে টেবিলে। আমি বডসড় দেখেই একটি তুলে নিলাম প্লেটে। সাথে দুটো কাকলো। অন্য কোন খাবারে আমার তেমন কোন আগ্রহ নেই। বেলা এগারোটা সময় কি অতো কিছু খাওয়া যায়, ওই যে ওইসব, ফ্রাইড চিকেন, ফিশ কাটলেট, আইভরিয় খাবার কুসকুস আর আলুকো? একটি কোকের বোতল হাতে নিয়ে বক্তৃতা শুনতে শুরু করলাম। আজ মঙ্গলবার, বেলা এগারোটা বাজে। পুরোদমে অফিস চলছে, ভীষণ কর্মব্যস্ত সময়, অথচ ঘানিয়রা এই সময়ে আয়োজন করেছে সুবর্ণ জয়ন্তীর ককটেল পার্টি। শুনে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছেন সবাই? অন্য আর সকল অফিসের সাথে এখানেই ব্যতিক্রম জাতিসংঘের, বিশেষ করে শান্তিরক্ষা মিশনগুলোর। এখানে শত দেশের শত জাতির লোক কাজ করে। প্রত্যেকের কাছেই তার জাতীয় দিবস অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। এর সাথে নানান রকম আবেগ অনুভূতি জড়িত। তাই জাতিসংঘ এই দিবসমূহ পালনের জন্য প্রতিটি কর্মীকেই উৎসাহিত করে। প্রতিটি কর্মী-সদস্যই বছরের এই বিশেষ দিনটিতে নিজের জাতীয় দিবস পালনের জন্য বিশেষ ছুটি নিতে পারে। আরো একটি বিষয় আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা আছে যার যার জাতীয় পোশাক পরে অফিসে আসার, যদি না কোন কারণে বিশেষ ড্রেস কোডের বিধান থাকে। প্রতিদিন

ভোরে যখন সেরোকোর বিশাল হলরুমটিতে ঢুকে লিফটের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি, দেখি কত দেশের মানুষ, কতো রকম তাদের পোশাক ও চুলের স্টাইল আর তখনি মনে হয়, এই হলো আমাদের জাতিসংঘ।

খুব গরম পড়েছে এখন। সূর্যদেবতা খাড়া মাথার ওপর। এক পশলা বৃষ্টি হয়েই আকাশটা যেন আগের চেয়ে আরো বেশি ঝকঝকে হয়ে উঠলো। দাবদাহের ওপর দিয়ে ভাসতে ভাসতে মাঝে মাঝে শিমূল গাছের পাতা উড়িয়ে বাতাসের ঝামটা এসে গায়ে লাগে। তখন অনুভব করি বেহেশতের আরাম। ঘানিয় সহকর্মীরা গেজিবোকে সাজিয়েছে বিয়ের দিনের মতো করে। দেয়ালে ঝুলিয়ে দিয়েছে ওদের মানচিত্র। শুধু কি তাই, প্রতিটি ঘানিয় নারী-পুরুষ পরেছে সাদা-সবুজে মেশানো টি-শার্ট, যার বুকে পতাকা আর পিঠে মানচিত্র। ওদের মানচিত্রটির দিকে তাকিয়েই মনে পড়লো পুরো পশ্চিম আফ্রিকার মানচিত্রগুলোর কথা। প্রতিটি দেশেরই, কারো দক্ষিণে আর কারো পশ্চিমে, আটলান্টিকের সাথে রয়েছে জলসীমান্ত। দেখে মনে হয় নাইজেরিয়া, বেনিন, টোগো, ঘানা, আইভরিকোস্ট, লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিয়ন, গিনি, গিনি বিসাঁউ, গাম্বিয়া, সেনেগাল এবং মৌরিতানিয়া, পশ্চিম আফ্রিকার এই দেশগুলো যেন এক একটি শান্ত গিরগিটি আটলান্টিকের জলে মুখ দিয়ে চুকচুক করে পানি পান করছে। এর মধ্যে নাইজেরিয়া, মৌরিতানিয়া আর গিনি ছাড়া বাকী দেশগুলো দেখতেও গিরগিটিরই মতো। যারা এই দেশগুলোর সীমানা নির্ধারণ করেছেন তাদের বিচক্ষণতার তারিফ করতে হয়। একটি দেশকেও জলবিক্ষিপ্ত করা হয় নি। হয়ত দেশগুলোই এই বিষয়ে সোচ্চার ছিল সীমানা নির্ধারণের কালে।

ঘানিয়দের পাটিটি বড় অদ্ভুত। একজন বক্তৃতা করলো, তারপর গান বাজনা চলছে, খাওয়া দাওয়া চলছে। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ আবার ঘোষণা, এবার বক্তৃতা করবেন.....আবার গান বাজনা, খাওয়া-দাওয়া, আবার হঠাৎ বক্তৃতার ঘোষণা। এবার আমাদের মিশনের প্রধান প্রশাসনিক কর্মকর্তা ওয়ালেস ডিভাইনের পালা। ওয়ালেস ক্যামেরুনীয় হলেও আমেরিকায় সেটলড। তিনি প্রথমেই বললেন, ঘানিয়দের ধন্যবাদ কফি আনানের মতো বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব উপহার দেবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে করতালিতে ফেটে পড়লো সবাই। বুঝতে পারলাম এই মানুষটির জনপ্রিয়তা ঘানায় পর্বতপ্রমাণ। কফি আনান নিজেও তা জানেন কিন্তু এই জনপ্রিয়তার মূল্য কতখানি দেন এটাই হলো ভাববার বিষয়। শুনেছি অবসর গ্রহণের পর তিনি তার শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রীকে নিয়ে ইউরোপে বসবাস করছেন। ঘানার অর্থনৈতিক অগ্রগতি গত ৫০ বছরে আশানুরূপ হয়নি। এর পেছনে কারণ একটাই, দুর্নীতি। ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৫০০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের দেশ ঘানায় মাত্র সোয়া দুই কোটি লোকের বাস। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে লোক বাস করে ৯৪ জন। আফ্রিকার অন্যান্য অংশের তুলনায় জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি ঘানায়। এর মূল কারণ হলো গত ৫০ বছরে ঘানায় তেমন কোন জাতিগত দ্বন্দ্ব সংঘাতের ঘটনা ঘটেনি। হয়নি কোন গৃহযুদ্ধ। সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলো হচ্ছে আক্রা, কুমাসি, তেমা, তামালে এবং সেকোন্দি। বিভিন্ন এথনিক দল ও উপদলের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ঘানার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এসব এথনিক দলগুলোর মধ্যে রয়েছে আদাঙবে, আকুয়ামে, আকিয়েম, আশান্তি, বোনো, দাগোম্বা, এওয়ে, ফন্তে, গা, গঞ্জা, কোয়াহ, মাম্পুসি এবং জিমা। সাবেক ব্রিটিশ উপনিবেশ ঘানার দাপ্তরিক ভাষা ইংরেজী হলেও আকান, জিমা, দাগবানে, গা, এওয়েসহ অন্যান্য আফ্রিকিয় ডায়ালেক্ট এবং গোত্রভিত্তিক ভাষা প্রচলিত। অন্যান্য পশ্চিম আফ্রিকিয় দেশের মতো ঘানায়ও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ধর্ম হলো ইসলাম। শতকরা ২০ শতাংশ মানুষ মুসলমান। ধর্মহীন মানুষের সংখ্যাও কম নয় একেবারে। ২৪ শতাংশ লোক ধর্মহীন বা বিভিন্ন আদিধর্মের অনুসারী। আমাদেরকে যে পরিসংখ্যানটি বিস্মিত করে তা হচ্ছে, মোট জনসংখ্যার ৭৭ শতাংশ মানুষ শিক্ষিত। অথচ মাথাপিছু আয় মাত্র ৪১০ ডলার। ঘানায় দুর্নীতি আছে বটে তবে জনগণের মধ্যে তেমন অসন্তোষ নেই। এর বড় কারণ হলো বেকারত্বের সংখ্যা মাত্র ৯ শতাংশ।

আমাদের ঘানিয় সামরিক বাহিনীর কমান্ডার ওদের দেশে সম্পদ ও কর্মের সুষম বন্টনের বিষয়টিকে তুলে এনে আবারো দেশপ্রেমিক ঘানিয়দের উদ্দেশে গেয়ে উঠলেন, ‘আই প্রোমিজ অন মাই অনার/টু বি ফেইথফুল এন্ড লয়াল/টু ঘানা মাই মাদারল্যান্ড।’

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

১৪ মার্চ, ২০০৭